বিষ্ণুপুর এলাকায় বন্যাদুর্গতদের কাছে ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছানোর জন্য এবার স্পিড বোট ব্যবহার করা হবে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর ঃ বিষ্ণুপুরে বন্যায় কেউ জলে আটকে গেলে অথবা দুর্গতদের কাছে ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছানোর জন্য এতদিন বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের কর্মীরা দড়ি ও অন্যান্য সামগ্রী ব্যবহার করে কাজ করতেন। এবার সেই কাজে স্পিড বোট ব্যবহার করা হবে। এতে অন্যান্য বারের মতো ত্রাণ নিয়ে ক্ষোভ বিক্ষোভ কমবে বলে মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এদিন বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের কর্মীদের নিয়ে বৃহস্পতিবার বিষ্ণুপুরের লালবাঁধে মহড়া প্রশিক্ষণ হয়েছে। ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছানো এবং বন্যাদুর্গত বাসিন্দাদেরকে উদ্ধার করার ক্ষেত্রে কিভাবে কাজ করতে হবে সেই বিষয়ে এদিন দপ্তরের আধিকারিকরা প্রায় ৩০ জন কর্মীকে প্রশিক্ষণ দেন। তার জন্য এদিন লালবাঁধে তিনটি স্পিড বোট নামানো হয়। আধিকারিকরা এদিন তাঁদেরকে হাতে কলমে শেখান।

উপস্থিত ছিলেন বিষ্ণুপুরের মহকুমা শাসক মানস মণ্ডল, বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের বাঁকুড়া জেলা আধিকারিক আব্দুল রেজ্জাক বিশ্বাস প্রমুখ। মহকুমা শাসক বলেন, বিষ্ণুপুর মহকুমার মধ্যে সোনামুখী, পাত্রসায়র ও কোতুলপুর এই তিনটি ব্লক বন্যা কবলিত। তার মধ্যে সোনামুখীতে দামোদর, পাত্রসায়রে শালি ও কোতুলপুরে দ্বারকেশ্বর নদে জলস্তর বেড়ে প্লাবনের সৃষ্টি হয়। তবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় সোনামুখীর ডিহিপাড়া, রাধামোহনপুর ও পূর্ব নবাসন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। মহকুমায় বন্যা দুর্গতদেরকে উদ্ধার কাজে এবারই প্রথম স্পিড বোট ব্যবহার করা হবে। এদিন লালবাঁধে তারই প্রস্তুতি মহড়া হয়েছে। প্রশাসন ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দামোদরের তীরবর্তী এলাকায় অন্তত ২০টি গ্রামের বাসিন্দারা ফিবছর বর্ষাকালে আতঙ্কের মধ্যে থাকেন। দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে অতিরিক্ত মাত্রায় জল ছাড়ায় এলাকার উত্তর বেলিয়া, লালবাবাচর, সমিতি মানা, নিত্যানন্দপুর, রাঙামাটি প্রভৃতি এলাকায় ফিবছর বন্যা হয়। প্রশাসনের আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিরা অনেক সময় বিক্ষোভের মুখে পড়েন। রাস্তাঘাট জলের তলায় চলে যাওয়ায় প্রশাসনের লোকজন ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে দুর্গত বাসিন্দাদের কাছে সময়ে পৌঁছাতে পারেন না বলে অভিযোগ ওঠে। সময়ে ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছানো নিয়ে এলাকার মানুষের ক্ষোভ থাকে। এবার সেই সমস্যা মিটতে চলেছে। এবার ত্রাণকার্যে স্পিড বোট ব্যবহার করা হবে। প্রশিক্ষিত বাহিনী তার তদারকি করবেন। তাঁরা ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে যাওয়া এবং দুর্গত এলাকার বাসিন্দাদেরকে উদ্ধার করে ত্রাণশিবিরে পৌঁছে দেবেন।

পরিকাঠামোর অভাবে জর্জরিত শান্তাশ্রম গার্লস জুনিয়ার হাইস্কুল

নিজস্ব সংবাদদাতা, ইন্দাস ঃ ২০১১ সালে প্রতিষ্ঠিত শান্তাশ্রম গার্লস জুনিয়ার হাইস্কুলটি এখনও পরিকাঠামোর অভাবে সমস্যায় জর্জরিত। যদিও শান্তাশ্রমের পঞ্চায়েত অফিসের নিকট একটি জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নবনির্মিত ভবন। ওই নব নির্মিত ভবনটি ২০১৮ সালে ঘটা করে উদ্বোধনও করা হয়েছে। উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী শ্যামল সাঁতরা, ইন্দাস ব্লক আধিকারিক সুচেতনা দাস, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ফরিদা খাতুন। বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁ বিদ্যালয়টি উদ্বোধন করেন। যদিও বিদ্যালয়টির পরিকাঠামো এখনও যথাযথ নয়। মাত্র ৩টি ক্লাসরুম, ৩ জন শিক্ষিকা ও ১ জন অশিক্ষককর্মী আছেন। কিন্তু এতে যথেষ্ট নয়, কেননা এই বিদ্যালয়ে বর্তমানে ছাত্রীর সংখ্যা ২২৯ জন। অথচ ৫ম থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত পঠনপাঠন করানো হয়। ৩ জন শিক্ষিকাকেই ৪টি ক্লাস নিয়ে চাহিদা মেটাতে হয়। অতিরিক্ত ক্লাসরুমের প্রয়োজন। প্রসঙ্গত, শান্তাশ্রম গ্রাম ছাড়াও পার্শ্ববর্তী প্রায় ১৫-১৬টি গ্রাম থেকে ছাত্রীরা ৪১ জন, ওবিসি ৩২, তপশিলী ১১০ জন, আদিবাসী ২ জন ছাত্রী বিভিন্ন শ্রেণিতে পড়াশোনা করে। এই বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা মণিমালা ভুঁইয়া জানান, বিদ্যালয়ের চারদিকে কোন বাউণ্ডারী নেই। ছাত্রীদের সাইকেল রাখার শেড নেই, ছাত্রীর সংখ্যা অনুপাতে আরও শিক্ষিকার প্রয়োজন। মিড-ডে মিল হয় কিন্তু উপযুক্ত রান্নাঘর নেই। এমনকি পানীয় জলের সুব্যবস্থা নেই। অবিলম্বে এই সমস্যার সমাধান করার জন্য স্থানীয় প্রশাসনকে জানানো হয়েছে।

তিন ভাইয়ের গাজনে মেতে বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড়

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড় শুক্রবার মেতে উঠেছে ঐতিহ্যবাহী ধর্মরাজের গাজনে। যদিও এলাকাবাসীর কাছে এটি তিন ভাই-এর গাজন হিসাবেও পরিচিত। কথিত আছে, প্রায় ৫০০ বছর আগে বেলিয়াতোড়ের তামলি সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ দামোদর নদ পেরিয়ে একদিন রানীগঞ্জ বাজারের যাওয়ার সময় নদীতে একটি বড় পাথর দেখতে পান। তাঁরা সেটি বেলিয়াতোড়ে নিয়ে আসেন। সেই রাতেই স্বপ্নে পাথরটি তাঁদের জানায়, তিনি ধর্মরাজ। তাঁরা তিন ভাই, বড় ভাই ধর্মরাজ এবং মেজ মহাদানা (মাদনা) ও ছোট স্বরূপ নারান। এই তিন ভাই বেলিয়াতোড়ের তিন জায়গায় থাকবেন। তিনি বা বড় ভাই থাকবেন বেলিয়াতোড়ের কাছে। আর মেজ ভাই বাউরি সম্প্রদায়ের কাছে রাধাবাজারে ও ছোট ভাই বেলিয়াতোড়ের চাষিদের কাছে নতুনগ্রামে থাকবেন। এই তিন জায়গায় তিন ভাই সারা বছর আলাদা থাকবেন। কিন্তু প্রতিবছর শ্রাবণী পূর্ণিমার দিন বাকি দুই ভাই বড়দাদা ধর্মরাজের কাছে বেড়াতে আসবেন। সেই হিসাবে আজকের দিনে অর্থাৎ পূর্ণিমার দিন বিকেল তিনটায় বিশাল কাঠের ঘোড়ার ওপর সিংহাসনে বসিয়ে পুরোহিত নিয়ে আসেন তাঁদের। সেই কাঠের ঘোড়ায় চাকা লাগানো আছে। মানুষ সেই ঘোড়ার উপর তিন ভাইকে বসিয়ে ঢাক, ঢোল সহ বিভিন্ন বাজনা বাজিয়ে শোভাযাত্রা করে রাত্রে বেলিয়াতোড়ে তাঁতীপুকুরের পাড়ে আনা হয়। সেখানে শামিয়ানা তৈরি করে সারারাত রাখা হয়। পরদিন অর্থাৎ তিনটি শিলাকে নিয়ে আসবে বেলিয়াতোড়ে ধর্মরাজের তলায়। পরে আবার অষ্টমঙ্গলা সেরে দু'ভাই নিজেদের জায়গায় ফেরও যাবে। কথিত আছে, আগে তিনটি হাতির পিঠে তিন ভাই যেত। বেলিয়াতোড়ে ধর্মরাজ গাজনের সহ সম্পাদক সঞ্জয় পাল জানান, খুব জাঁকজমক সহকারে এই গাজন হয়। গাজনের ১৫ দিন বড়জোড়ার ব্রাহ্মনডিহার থেকে পুরোহিত মশাই আনা হয়। এই দিনগুলোয় তাঁরাই পূজো করেন। বাকি সারা বছর নিজ নিজ জায়গায় স্থানীয় ভাবেই পুজো হয়।

এই গাজনকে ঘিরে আজকের দিনে বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষের ঢল নামে বেলিয়াতোড়ে। গাজন ঘিরে মেলা বসে, এই বছর প্রায় ২৫০-র বেশি ভোজ্য এসেছেন। এছাড়াও বান ফোঁড়া, মাথায় আগুন, দন্ডী কাটা, বিভিন্নভাবে মানত শোধ তো আছেই। গাজনের পরদিন অর্থাৎ আগামীকাল সকালে যখন তাঁতীপুকুর থেকে ধর্মরাজ ও তার দু'ভাইকে ঘোড়ায় করে আনা হবে সেই সময় খই দিয়ে এক প্রস্থকার মিষ্টি (খইচূড়া) নিয়ে থালায় করে বাড়ির মানুষেরা রাস্তায় দাঁড়ায় এবং প্রসাদ চাপায়।

বেহাল রাস্তাগুলির রোডম্যাপ তৈরি করে পিচ করা হবে

শ্যামল রায়, কালনা ঃ ইতিমধ্যে কালনা-২ নম্বর ব্লক রাজ্যে এবং জেলায় একাধিক উন্নয়নমূলক কাজ করে বিভিন্ন পুরস্কার আদায় করে নিয়েছে। একশো দিনের কাজসহ বাংলা আবাস যোজনা ও রাস্তাঘাট, পানীয় জল, বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ দ্রুতগতিতে শেষ হয়েছে এবং চলছে। ৮টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে বেশ কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েতে ব্যাপক উন্নয়নমুখী কাজ হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে পঞ্চায়েত সমিতির তরফ থেকে। বৃহস্পতিবার পঞ্চায়েত সমিতির সূত্রে জানা গিয়েছে, কালনা-২ নম্বর ব্লকে একটি রোডম্যাপ তৈরি করা হচ্ছে। পাশাপাশি বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বা প্রধান প্রধান রাস্তাগুলি বেহাল হয়ে পড়েছে সেই সমস্ত বেহাল রাস্তাগুলি সংস্কার করে পিচ করা হবে। আরও জানা গিয়েছে, সিঙেরকোন পঞ্চায়েত অফিসের সামনে থেকে সিঙেরকোন বাজার পর্যন্ত রাস্তাটি বেহাল হয়ে পড়েছে। অথচ এই পথেই রয়েছে পঞ্চায়েত অফিস ও প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং পুরনো শিবমন্দির, সেই সাথে রামকৃষ্ণ মিশনের একটি মন্দিরও রয়েছে। এছাড়াও কালিপুর থেকে পটলডাঙ্গা রোড পর্যন্ত এবং সাহাপুর থেকে কালিতলা বাজার পর্যন্ত একাধিক রাস্তা বেহাল হয়ে পড়েছে। বেহাল রাস্তাগুলি নিয়ে একটি রোডম্যাপ তৈরি করে ভিজিয়ে রাস্তায় পরিণত করা হবে। ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মিলন দেব গড়িয়া এবং জেলা পরিষদের উন্নয়ন কমিটির সদস্য প্রণব রায় জানিয়ে ছেন, পঞ্চায়েতের গ্রামগুলিতে কোনরকম কাঁচা রাস্তা ভবিষ্যতে থাকবে না। এখন পর্যন্ত যে দু-একটি কাঁচা রাস্তা আছে খুব দ্রুত ঢালাই রাস্তায় পরিণত করা হবে। এছাড়াও একটি রোডম্যাপ তৈরি করা হচ্ছে যেখানে বেহাল রাস্তাগুলি পিচ দিয়ে সংস্কার করা হবে। যদিও স্থানীয় মানুষ বলেছেন, এলাকায় ব্যাপক উন্নয়নমুখী কাজ হয়েছে, দু-একটি রাস্তা কাঁচা থাকলেও খুব দ্রুত ঢালাই রাস্তায় পরিণত হবে কিংবা পিচে পরিণত হবে বলে আমরা আশায় রয়েছি। এলাকার বাসিন্দা তথা জেলা পরিষদের বিদায়ী সভাধিপতি দেবু টুডু জানিয়েছেন, কালনা-২ নম্বর ব্লক সহ পূর্ব বর্ধমান জেলা জুড়ে প্রচুর উন্নয়নমুখী কাজ হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাস্তার কাজ। সত্যি ব্লকে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় জেলা পরিষদের তরফ থেকেও বহু রাস্তা করা হয়েছে এবং যে সমস্ত গ্রামে কাঁচা রাস্তা রয়েছে সেগুলি দ্রুত পাকা রাস্তায় পরিণত করা হবে।

দাঁতালের তাণ্ডবে ৫টি বাড়ি ভাঙল বাঘমুণ্ডিতে, আতঙ্ক

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ ফের একটি দাঁতাল লোকালয়ে ঢুকে তাণ্ডবলীলা শুরু করায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে পুরুলিয়ার বাঘমুণ্ডি বনাঞ্চলের মাঠা রেঞ্জ এলাকায়। উন্মত্ত ওই হাতিটির রুদ্রমূর্তি দেখে এলাকার সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা তাকে তাড়াতে ধারের পাশে যেতে পারছেন না ছলা পার্টি এবং বন দফতরের কর্মীরা। বাঘমুণ্ডির বনাধিকারিক মনোজ কুমার মল্ল জানিয়েছেন, শুক্রবার ভোররাতে ঝাড়খণ্ড সীমানা দিয়ে ফের একটি দাঁতাল মাঠা রেঞ্জ এলাকায় ঢুকে পারডি বীটের ধসকা গ্রামে হানা দেয়। বৃষ্টি চলাকালীন ওই গ্রামের বাসিন্দারা যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলেন তখন হাতিটি পর পর ৫টি কাঁচা বাড়ি ধসিয়ে দেয়। ফলে গেল গেল রব উঠে যায় গ্রামবাসীদের মধ্যে। দলবদ্ধ মানুষের চিৎকার শুনে ও তাড়া খেয়ে হাতিটি এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। তবে অল্পের জন্য বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা হয়েছে। কারণ বৃষ্টিতে ভিজে থাকা মাটির বাড়িগুলির বেশি অংশ ধসে পড়লে ঘুমন্ত মানুষের প্রাণহানীর ঘটনা ঘটতে পারত বলে ধারণা বন দফতরের কর্মীদের।

মনোজবাবু জানান, এলাকায় গিয়ে খোঁজ নিয়ে তাঁরা জানতে পারেন, ওই এলাকায় মোট ৫টি কাঁচাবাড়ির ক্ষতি হলেও হাতির হানায় এখন পর্যন্ত ধান চাষের কোনও ক্ষতি হয়নি। ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ধসকা গ্রামের সাহেবরাম হাঁসদা ও মতিলাল মাঝি বলেন, বর্ষার সময় হাতির হামলায় তাঁদের বাস্তুবাড়িগুলি মেরামতের সামর্থ্য নেই। মনোজ কুমার মল্ল জানান, খবর পাওয়ার পর এলাকায় গিয়ে ক্ষয়ক্ষতির হিসাব নেওয়ার কাজ চলছে। সরকারি বিধি অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্তরা সরকার থেকে ক্ষতিপূরণ পাবেন। অন্যদিকে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা অভিযোগ করে বলেন, ক্ষতি পূরণ দেওয়ার কথা বলা হলেও সরকারের আঠারো মাসে বছর। কখন ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাবে তার কোনও ঠিক থাকেনা। তবে ফের এলাকায় হাতি ঢুকে পড়ায় দিশেহারা হয়ে পড়েছেন এলাকার মানুষজন। ক্ষতির আশঙ্কায় ভুগতে শুরু করেছেন চাষিরা। মনোজবাবু জানিয়েছেন, শুক্রবার দিনভর ওই দাঁতালটি মাঠা এলাকার গবরিয়া জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে ছিল। দূর থেকে তার গতিবিধির প্রতি বনকর্মী ও ছলাপার্টির লোকজন নজর রেখে চলেছে। সুযোগ বুঝে দাঁতালটিকে এলাকা ছাড়া করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ বৃহস্পতিবার এই বছরের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে বাঁকুড়ার খাতড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কৃতী ও দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের খাতড়ায় সম্বর্ধনা ও তাদের আর্থিক সাহায্য দেওয়া হল। বৃহস্পতিবার বিকালে বাঁকুড়ার খাতড়া ব্লকের খাতড়া-২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের সভাকক্ষে এই অনুষ্ঠানটি হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খাতড়া পঞ্চায়েত সভাপতি কঙ্কনা মণ্ডল, খাতড়া-২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান প্রদীপ মাহাতো, খাতড়া ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা সমাজকর্মী আনন্দমোহন মাহাতো ও অন্যান্যরা। প্রদীপবাবুর বক্তব্য, তাঁর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এবারের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে ১৮ জন কৃতী ছাত্রছাত্রীকে এই সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে এলাকার ১৯ জন দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার জন্য পঞ্চায়েতে আর্থিক সহযোগিতার আবেদন করায়, তাদের আর্থিক সাহায্যসহ সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। কৃতী ছাত্রছাত্রীসহ সব মিলিয়ে এদিন মোট ৩৭ জনকে পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল থেকে আর্থিক সাহায্য করা হয় বলে জানান তিনি। কৃতি সম্বর্ধনা ও দুঃস্থদের আর্থিক সাহায্য দানের এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে ছাত্রছাত্রীসহ স্থানীয়দের উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। পঞ্চায়েতের

এই রকম উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

আপনি কি আপনার জীবনের মূল্যবান পরীক্ষায় একটু বেশি নম্বর পেতে চান ?
তাহলে আজই যোগাযোগ করুন
ব্রতচারী প্রশিক্ষণ শিবির
পরিচালনায় ঃ আরামবাগ ব্রতচারী মণ্ডলী
(নেহেরু যুব কেন্দ্র, হুগলী কর্তৃক অনুমোদিত)
স্থাপিত ঃ ১৪১২ রেজিঃ নং- এস/ওয়ান এল/৬৬৬৪৯
আরামবাগ, হুগলী
স্থান ঃ বিষ্ণুপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গন, কালিপুর
(নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের পাশে)
শিবিরের সময়কাল ঃ ২৭শে আগস্ট – ৮ই সেপ্টেম্বর
সঙ্গে থাকবে First Aid Training এর ব্যবস্থা।
প্রান্তিক অনুষ্ঠান ঃ ৯ই সেপ্টেম্বর স্থান ঃ আরামবাগ রবীন্দ্রভবন।
অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ঃ- উড়িষ্যার কালাহান্দি উপজাতি সম্প্রদায়ের নৃত্য ও অসমের বিহু নৃত্য।
মোঃ 7548038080, 9547735850, 9093014017

শংসাপত্র প্রদান প্রশাসনের

চন্দ্রজিৎ মজুমদার, কান্দি ঃ তপশীলী জাতি, উপজাতি, সকল স্তরের গ্রামবাসীদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন মুর্শিদাবাদের কান্দির ব্লক প্রশাসন। রাজ্য সরকারের নির্দেশ ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর অনুপ্রেরণায় কান্দির সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক করণ ও অনগ্রসর কল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন দফতরের উদ্যোগে শুক্রবার হয়ে গেল এক জাতিগত শংসাপত্র বিলির অনুষ্ঠান। মহালন্দী-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের জিয়াদারা মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রে এদিন এই বিলির অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন কান্দি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুকান্ত ত্রিবেদী। উপস্থিত ছিলেন কান্দির বিডিও সুরজিৎ রায়, কান্দি পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন কর্মাধ্যক্ষ তথা কান্দির ব্লক তৃণমূল সভাপতি বাপি সরকার সহ কান্দি ব্লকের কর্মীরা। এদিন কান্দির মহালন্দী-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের জিয়াদারা, মহালং, মহালন্দী, বাগর সহ প্রায় ১৫টি গ্রামের প্রায় ৫০০ বাসিন্দাকে শংসাপত্র প্রদান করা হয়। খুশি কান্দির বাসিন্দারা।

দীর্ঘ ১৩ বছর পর ৬ জনের যাবজ্জীবন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ ওন্দা থানার কেশবগঞ্জে গত ২০০৫ সালের ৩০ এপ্রিল সন্ধ্যা ৭.৩০টা নাগাদ গ্রামের একটি দোকানের কাছে পুরোনো বিবাদের জেরে ঝগড়া শুরু হয় নূর আলি মণ্ডল, হাজী মণ্ডল, আবুল হোসেন খান, ফুলবাবু খান, লালন হাজরা এবং মনোয়ার খানের সঙ্গে মাসুম খান ও মোহর আলির। এই ঝগড়া চলাকালীন ওই ৬ জন মিলে মাসুম ও মোহর আলিকে নিয়ে যায়। ওদের ফের ঝগড়া করতে ওই দিন রাত প্রায় ৯.৩০টা নাগাদ পুনিশোলের বনগ্রামে দেখা যায়। কিন্তু এরপর থেকে আর ওই দু'জনকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। ওন্দা থানায় একটি নিখোঁজের মামলা করে মাসুম ও মোহরের পরিবার। তবে কোনো খোঁজ না মেলায় গত ২০০৫ সালের ৪ মে মোহরের মা ওন্দা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করে। বিশেষ সূত্রে ওন্দা থানার পুলিশ খবর পায় পুনিশোলের সাহাগঞ্জের বাড়ি লাগোয়া একটি সেফটিক ট্যাংকের মধ্যে দু'জনের দেহ ভাসছে। নিখোঁজ মাসুম ও মোহরের পরিবারকে খবর দেওয়া হলে তাঁরা দেহদুটি সনাক্ত করেন। এরপর পুলিশ এক এক করে ৬ জনকে গ্রেফতার করে এবং তাদের হেফাজতে নেয়। জিজ্ঞাসাবাদ করে আসামীদের বাড়ি থেকে মৃত মাসুম ও মোহরের কিছু জিনিসপত্র উদ্ধার হয়। ২০০৬ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর ওন্দা থানার পুলিশ চার্জশিট দেয়। বৃহস্পতিবার বাঁকুড়া আদালতে ধৃতদের তোলা হলে আদালত ৩৬৪, ৩০২, ২০১, ৩৪ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে শুক্রবার সাজা ঘোষণা করা হয়।